NOV. 07 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মধ্যরাতে এফএইচ হলে পুলিশি হামলা

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিবাদ, ছাত্রদল নিশ্চুপ

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীহলে নির্যাতনের পর ছাত্রহলে পুলিশের বর্বর হামলার ঘটনায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে পুলিশ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ফজলুল হক হলে ঢুকে ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। ছাত্র সংগঠনগুলো এ ন্যক্কারজনক হামলার নিন্দা জানিয়েছে। ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শরিফুজ্জামান শরিফ, সাধারণ সম্পাদক নূর আলম এক বিবৃতিতে পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা জানিয়ে বলেন, ২৩শে জুলাই রাতের অন্ধকারে শামসুন্নাহার হলে যেমনভাবে পুলিশ সাধারণ ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করেছিল, ঠিক একই কায়দায় ফজলুল হক হলে সাধারণ ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্র-শিক্ষকদের লাঠিপেটা করে আহত করেছে। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ হামলার সঙ্গে জড়িত পুলিশ কর্মকর্তাদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। ছাত্রলীগ দুপুরে এ হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ও

মধ্যরাতে ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

মধ্যরাতে ঃ হামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ ঘাতক বাস চিহ্নিত করে কায়েসকে আহত করার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন ও ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর নির্বিচারে পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা জানান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগ ঢা.বি সভাপতি দেলোয়ার হোসেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি লিয়াকত শিকদার, ঢা.বি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুক্তারুল ইসলাম মিল্টন, ফজলুল হক হলের সভাপতি জসিমউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক জুয়েল। সমাবেশ পরিচালনা করেন রফিকুল আলম গাফফারী রাসেল।

পুলিশি হামলার শিকার ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ইয়ারুল কবির বলেন, এ রকম বর্বর হামলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আমি দেখিনি, আমি নিজের পরিচয় দেয়ার পরও পুলিশ ধাক্কা মেরে আমার হাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর পুলিশের হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি বিনা অনুমতিতে পুলিশি হামলার ঘটনা পুলিশের আইজিকে জানিয়েছি এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছি। উপাচার্য বলেন, বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাদের মতো উন্মুক্তভাবে যানবাহন চলাচল করে না। ইতোমধ্যে হলের সামনে আমি স্পিডব্রেকার তৈরির নির্দেশ দিয়েছি।

জানা যায়, মঙ্গলবার রাত ১১টায় ফজলুল হক পরিসংখ্যান হলের সামনে পরিসংখ্যান বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র ইমরুল কায়েসকে হেলপার বাস থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এতে সে মাথা ও বুকে গুরুতর আঘাত পায়। সে ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র। এ ঘটনা হলের ছাত্ররা জানতে পেরে বিক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে এবং একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ঘটনার পর রাত সাড়ে ১১টায় দাঙ্গা পুলিশ হল প্রভোস্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার অনুমতি না দিয়ে গেটের তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষকসহ উপস্থিত ছাত্রদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। পুলিশ ছাত্রদের পিটিয়ে মাটিতে শুইয়ে ফেলে। অনেকে প্রাণ